১৪ বছর পর নারী কাবাডিতে ব্রোঞ্জ জয়

ক্রীড়া ডেস্ক

এশিয়ান বীচ গেমসে নারী কাবাডির সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হারলেও বড় এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত

করার মাধ্যমে দীর্ঘ ১৪ বছর পর এই আসর থেকে পদক পুনরুদ্ধার করল বাংলাদেশের মেয়েরা। ২০১২ সালের পর এশিয়ান বীচ গেমসের কাবাডিতে এটিই বাংলাদেশের প্রথম পদক জয়। চীনের সানিয়ায় এশিয়ান বীচ গেমস নারী কাবাডির ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভারতের শক্তিশালী বাঁধা টপকাতে পারেনি বাংলাদেশ। সেমিফাইনালের হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে ভারতের কাছে ৫০-৩১ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। তবে ফাইনালে পৌঁছাতে না পারলেও খালি হাতে ফিরছে না বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে খেলায় নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের ব্রোঞ্জ পদক।

টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দুর্দান্ত খেলা বাংলাদেশের নারী দলটি র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থান নিয়ে আসর শেষ করল। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারতীয় ডিফেন্ডার এবং রেইডারদের সাথে পাল্লা দিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথমার্ধের খেলা শেষে স্কোর ছিল ভারত ২২-১৫ বাংলাদেশ। মাত্র ৭ পয়েন্টের ব্যবধান থাকায় বিরতি পর্যন্ত ম্যাচে ফেরার ভালো সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে খেই হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশের রক্ষণভাগ। ভারতের অভিজ্ঞ রেইডারদের পয়েন্ট সংগ্রহের ঝড়ে ব্যবধান দ্রুত বাড়তে থাকে। শেষ বাঁশি বাজার সময় স্কোরবোর্ডে ভারতের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৫০, আর বাংলাদেশ থামে ৩১ পয়েন্টে। শেষ পর্যন্ত ১৯ পয়েন্টের ব্যবধানে জয় নিয়ে খেলা শেষ করে ভারত। সেমিফাইনালে হারলেও টুর্নামেন্টের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে বাংলাদেশের জন্য। নকআউট পর্বে পৌঁছানোর মাধ্যমেই বাংলাদেশের পদক জয় নিশ্চিত হয়েছিল। টুর্নামেন্টের র‍্যাংকিং অনুযায়ী তৃতীয় স্থানে থেকে এবারের আসর শেষ করল বাংলাদেশ নারী দল। এর আগে গ্রুপ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচে থাইল্যান্ড ও চাইনিজ তাইপেকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। যদিও আজ সকালে গ্রুপের শেষ ম্যাচে নেপালের কাছে দারুন লড়াইয়ের পর ৩৬-৩৮ পয়েন্টে পরাজয় বরণ করতে হয় তাদের। বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের এই অর্জন দেশের নারী ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে। হারলেও লড়াই করার মানসিকতা আর ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তিই এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের বড় সান্ত্বনা।

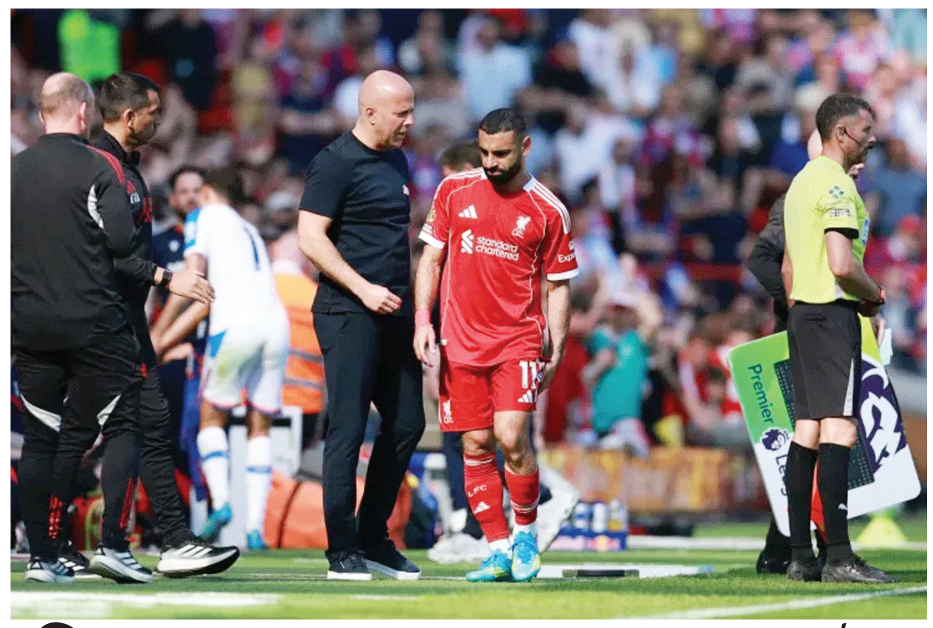

লিভারপুলের হয়ে শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন সালাহ

ক্রীড়া ডেস্ক

চ্যাম্পিয়ন্স লীগের দৌড়ে এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে লিভারপুল। লিগে টানা তৃতীয় জয় পেল তারা।

তবে জয়ের ম্যাচে ৫৯ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন লিভারপুলের ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। এরপর থেকেই মৌসুমের বাকি ম্যাচ থেকে তার ছিটকে যাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দেয়।

মিশর জাতীয় দলের পরিচালক ইব্রাহিম হাসান জানিয়েছেন, চোটের কারণে প্রিমিয়ার লিগের বাকি মৌসুমের জন্য মাঠের বাইরে থাকবেন মোহাম্মদ সালাহ।

৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে লিভারপুলের পক্ষ থেকে কোনো নতুন তথ্য জানানো হয়নি। তবে হাসান ইব্রাহিম হাসান জানান, মিশরীয় এই তারকা লিভারপুলের হয়ে তার শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

হাসান বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেন, তার হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে গেছে এবং তার চার সপ্তাহ চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে লিভারপুলের ম্যানেজার আর্নে স্লট বিবিসিকে বলেন, আরেকটি জয় এবং আরেকটি চোট। এটাই আমাদের এই মৌসুমের গল্প। এখনই কিছু বলা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা সবাই সালাহকে চিনি এবং জানি মাঠ ছেড়ে যাওয়াটা তার জন্য কতটা কঠিন। তার পরিস্থিতি কতটা গুরুতর তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

নয়টি ট্রফিতে ভরা মৌসুমের পর লিভারপুলের সঙ্গে সালাহর যাত্রার সমাপ্তি ঘটল। গোলের চেয়ে কথার মাধ্যমেই তার বিদায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে মৌসুমের শেষ ম্যাচের পর তিনি ভক্তদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

৯ই মে ঘরের মাঠে চেলসির এবং ২৪শে মে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে খেলবে লিভারপুল। এছাড়া ৩ মে তারা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ১৭ই মে অ্যাস্টন ভিলার মাঠে খেলবে তারা। লিভারপুলের সর্বকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা সালাহ এই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২টি গোল এবং ৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন।

হাসান বলেছেন, সালাহ ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ফিট হয়ে যাবেন, যেখানে গ্রুপ 'জি'-তে মিশর বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড এবং ইরানের মুখোমুখি হবে।তবে সালাহ উত্তর আমেরিকায় ১১ই জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের জন্য সময়মতো সুস্থ হয়ে উঠতে এবং আগেরবারের মতো চোটের পুনরাবৃত্তি এড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৩-১ গোলে হারের ম্যাচে তিনি কাঁধে চোট পান এবং দুই ম্যাচে দুই গোল করা সত্ত্বেও রাশিয়ায় গ্রুপ পর্ব থেকেই মিশর বাদ পড়ে যায়।

বিশ্বকাপের আগে হাভার্টজের চোট, দুশ্চিন্তায় জার্মানি

ক্রীড়া ডেস্ক

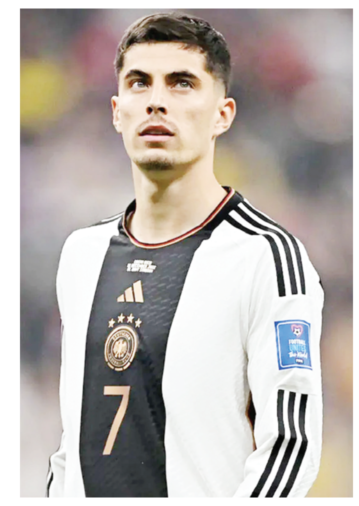

বিশ্বকাপের আর বেশি দেরি নেই। এর মধ্যেই নতুন করে চোটের দুশ্চিন্তায় পড়েছে জার্মানি। দলের গুরুত্বপূর্ণ ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় তাঁর বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গতকাল আর্সেনালের হয়ে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ের ম্যাচে ৩২ মিনিটে চোট পান হাভার্টজ। হঠাৎ করেই মাঠে বসে পড়েন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন এবং সরাসরি টানেলে চলে যান। তাঁর চোখে-মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল। দীর্ঘদিন চোট কাটিয়ে দলে ফেরার পর ধীরে ধীরে নিজের ছন্দে ফিরছিলেন হাভার্টজ। ঠিক এমন সময় আবার চোট পাওয়ায় এটি তাঁর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। একই সঙ্গে উদ্বেগ বেড়েছে জার্মানি দলের শিবিরেও। জার্মানির কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যানের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে, কারণ সাম্প্রতিক প্রীতি ম্যাচগুলোতে হাভার্টজ ছিলেন দলের নিয়মিত সদস্য। গত মাসে ঘানার বিপক্ষে ম্যাচেও তিনি একটি গোল করেছিলেন। এর আগে চোটের কারণে সার্জ গ্যানাব্রির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন হাভার্টজও যদি ছিটকে যান, তবে জার্মানির আক্রমণভাগ বড় ধাক্কা খাবে। এখন হাভার্টজের চোটের অবস্থা জানতে আগামী কয়েক দিনের মেডিকেল পরীক্ষার ফলের দিকেই তাকিয়ে আছে জার্মানি।

ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞতায় আত্মবিশ্বাসী কিউই অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক

বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মূল তারকাদের অনুপস্থিতিতেই মাঠে নামছে নিউজিল্যান্ড। আইপিএল ও পিএসএলের ব্যস্ততার কারণে দলের বেশিরভাগ নিয়মিত ক্রিকেটার না থাকায় তুলনামূলক অনভিজ্ঞ স্কোয়াড নিয়েই খেলবে সফরকারীরা।

তবে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক টম ল্যাথাম। তার বিশ্বাস, দলে থাকা ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ও ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভালো পারফরম্যান্সে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ সিরিজের দলে অভিজ্ঞতার বিচারে আছেন ইশ সোধি ও ল্যাথাম নিজে। তবে ল্যাথামও গত তিন বছরে মাত্র তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। তবুও তরুণদের সামর্থ্যে আস্থা রাখছেন তিনি।

ওয়ানডে সিরিজে ডিন ফক্সক্রফটের ৭৫ রানের ইনিংস, যেখানে ছিল

সাতটি ছক্কা, নজর কেড়েছে। এছাড়া নিক কেলি, নাথান স্মিথরাও ছিলেন দারুণ ছন্দে। কাটেন ক্লার্কের মতো প্রতিভাবান ব্যাটারও আছেন দলে, যাদের ওপর ভরসা রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে ল্যাথাম বলেন, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কম হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তার দলের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট পরিণত। তিনি মনে করেন, সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলা সম্ভব। তিনি আরও জানান, দলের কয়েকজন ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যেখানে তারা বিশ্বমানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সেই অভিজ্ঞতাও কাজে লাগবে বলে আশা করছেন তিনি।

ওয়ানডে সিরিজে প্রথম ম্যাচ জিতেও শেষ পর্যন্ত সিরিজ হারতে হয়েছিল নিউজিল্যান্ডকে। তবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নতুন করে লড়াইয়ের আশায় রয়েছে দলটি।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার শুরু হবে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কারণে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ২টায়।

২ ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন দৌড়ে ইতিহাস কেনিয়ার সেবাস্তিয়ানের

ক্রীড়া ডেস্ক

ম্যারাথনে ইতিহাস তৈরি করলেন কেনিয়ার দৌড়বিদ সেবাস্তিয়ান সাওয়ে। তিনি এক ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময়ে লন্ডন ম্যারাথন জিতে নেন।

এতে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে ম্যারাথন দৌড়ানো প্রথম পুরুষ হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এই দৌড়বিদ। ইথিওপিয়ার টিগস্ট আসেফা রবিবার (২৬ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত এই দৌড়ে নিজের গড়া নারীদের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে লন্ডন ম্যারাথনের শিরোপা ধরে রেখেছেন।

তবে ক্রীড়া ইতিহাসের এক বিশাল মুহূর্তে সাওয়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ তিনি দুই ঘণ্টার বাধা অতিক্রম করে তার প্রয়াত স্বদেশী কেলভিন কিপটামের গড়া বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে দেন। কিপটাম ২০২৩ সালের অক্টোবরে শিকাগো ম্যারাথনে ২:০০:৩৫ সময় নিয়েছিলেন।

৩১ বছর বয়সী এই দৌড়বিদ, যিনি কোনো ম্যারাথনে হারেননি। বিশ্ব রেকর্ডটি ৬৫ সেকেন্ডে ভেঙে দিয়েছেন। ৪২.১৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের বেশিরভাগ সময়জুড়ে ইথিওপিয়ার ইয়োমিফ কেজেলচা সাওয়ের ঠিক পেছনেই ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে তিনি কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। ম্যারাথনে অভিষেক করেই তিনি ১:৫৯:৪১ সময়ে দ্বিতীয় হন এবং উগান্ডার জ্যাকব কিপ্লিমো ২:০২:২৮ সময়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। তিনজনই কিপটামের আগের রেকর্ড সময়ের চেয়ে কম সময়ে দৌড় শেষ করেন।

ইতিহাস সৃষ্টির পর এক প্রতিক্রিয়ায় সাওয়ে বলেন, আমরা দৌড়টা ভালোভাবে শুরু করেছিলাম এবং দৌড়ের শেষে আমি বেশ শক্তিশালী অনুভব করছিলাম। অবশেষে, ফিনিশিং লাইনে পৌঁছে আমি সময়টা দেখি এবং এটা দেখে আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম। আমি আজ একটি বিশ্বরেকর্ড করেছি।

বি নো দ ন

আবারও ফিরছে 'কফি উইথ করণ'

আমার বার্তা বিনোদন

বলিউডপ্রেমীদের জন্য দারুণ এক সুখবর দিলেন নির্মাতা করণ জোহর। তার বহুল জনপ্রিয় টক শো 'কফি উইথ করণ' আবারও ফিরছে নতুন রূপে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আসছে শো-টির নবম আসর শুরু হচ্ছে আগামী দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে করণ নিজেই এই ঘোষণা দেন। ভক্তদের কৌতূহলের জবাবে তিনি জানান- "দীপাবলি। নবম আসর।" এর আগে ২০২৪ সালে শেষ হয়েছিল শো-টির অষ্টম আসর, যা নানা আলোচনায় ছিল বেশ সরব। 'কফি উইথ করণ' মানেই শুধু আড্ডা নয়, বরং তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের খোলামেলা স্বীকারোক্তি আর বিতর্কের মিশেল। গত আসরে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ট্রলের শিকার হয়েছিল। পাশাপাশি সাইফ আলি খান, কারিনা কাপুর, আলিয়া ভাটদের উপস্থিতি শো-টিকে করে তোলে আরও আকর্ষণীয়। তবে এই শো-র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে নানা বিতর্কিত মুহূর্ত। সোনম কাপুর ও দীপিকার রণবীর কাপুরকে নিয়ে মন্তব্য হোক কিংবা ইমরান হাশমির ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে বিতর্কিত কথা- সবই দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। এমনকি ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার একটি মন্তব্য তার ক্যারিয়ারেও প্রভাব ফেলেছিল। সবচেয়ে বেশি আলোচিত পর্বগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কঙ্গনা রানাউতের উপস্থিতি। তিনি সরাসরি করণকে 'স্বজনপোষণের পতাকাবাহী' ও 'সিনেমা জগতের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি' বলে আক্রমণ করেন। ২০১৪ সালের সেই পর্ব আজও বলিউডের 'অভ্যন্তরীণ বনাম বাইরের শিল্পী' বিতর্কের অন্যতম ভিত্তি। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করা এই অনুষ্ঠানটি প্রতি আসরেই নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়েছে। দর্শকদের বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই আশা করছেন ভক্তরা।

কান্তারা বিতর্ক: আইনি জটিলতা থেকে রেহাই পেলেন রণবীর সিং

আমার বার্তা বিনোদন

বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের জন্য বড় ধরনের আইনি স্বস্তি নিয়ে এলেন কর্ণাটক হাইকোর্ট। কন্নড় ব্লকবাস্টার সিনেমা 'কান্তারা'-তে প্রদর্শিত একটি পবিত্র আচার নিয়ে বিদ্রুপ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরটি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (ইফি) ঋষভ শেঠির অভিনয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে কান্তারার 'দৈব' বা 'ভূত কোলা' ঐতিহ্যের অনুকরণ করেছিলেন রণবীর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ তুলে বেঙ্গালুরুতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যা নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর এই রায় এলো।

হাইকোর্ট রণবীরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো খারিজ করে তাকে আইনি দায় থেকে মুক্তি দিলেও স্পর্শকাতর বিষয়টিকে উপেক্ষা করেননি। আদালতের পক্ষ থেকে অভিনেতাকে এই ঘটনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শ্রদ্ধা এবং অনুশোচনার নিদর্শন হিসেবে তাকে মহীশূরের বিখ্যাত চামুণ্ডেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঈদে আসছে দিঠি-অপুর' দ্বৈত গান 'মেঘলা আকাশ'

আমার বার্তা বিনোদন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার তার জীবদ্দশায় শেষ যে গানটি রেকর্ড হতে দেখেছেন সেই গানটি হলো তারই নিজের লেখা 'মেঘলা আকাশ' শিরোনামের গানটি। এই গানটির সুর সঙ্গীত করেছেন এই প্রজন্মের শ্রোতাপ্রিয় মেধাবী সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার অপু আমান। দিঠি ও অপু এই গানটি গেয়েছেন। এরইমধ্যে গানটির মিউজিক ভিডিওর কাজও শেষ হয়েছে বলে জানালেন দিঠি। আগামী ঈদের আগেই দিঠির নতুন ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ পাবে। দিঠি বলেন,' আব্বু তার জীবদ্দশায় এই গানটি রেকর্ড হতে দেখেছেন। যে কারণে এই গানটিকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন। যেহেতু আব্বু অপুকে ভীষণ স্নেহ করতেন এবং তিনি নিজেই অপুকে ডেকে কয়েকটি গান দিয়েছিলেন সুর করার জন্য, তারমধ্যে অন্যতম হলো মেঘলা আকাশ। অপু এতো চমৎকার সুর করেছে যে গানটা শুনলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আর আব্বুর গানের কথা কেমন তা এই উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতা দর্শকেরা বেশ ভালো করেই জানেন। অপুরও সৌভাগ্য যে এই মেঘলা আকাশ-গানটি গাইতে পারার সুযোগ পেলো। সত্যি বলতে কী এই প্রজন্মে যারা গান গায় তাদের মধ্যে অপু আমার খুউব প্রিয় একজন শিল্পী। তার কম্পোজিশনও এক কথায় অসাধারন। আমি অপুকেই মিউজিক ভিডিও করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে তার প্রোডাকশন হাউজ থেকেই এই গানটির মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছে। আমি খুউব আশাবাদী। তবে এই গানটিকে ঘিরে আব্বার অনেক পরিকল্পনা ছিলো। কারণ আব্বু যে বছর মারা যান সে বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর আব্বু আম্মুর ৫০তম বিবাহ বার্ষিকীতে আব্বু-আম্মুরই গানটি গাওয়ার কথা ছিলো।' অপু আমান বলেন,' আমার সঙ্গীত জীবনে এটাই পরম সৌভাগ্য যে আমি শ্রদ্ধেয় গাজী চাচার লেখা গানের সুর সঙ্গীত করতে পেরেছি। তিনি আমাকে নিজে ডেকে গানের সুর করতে বলেছিলেন। তারই প্রয়াণের দুদিন আগেও তারই সামনে বসে গানের সুর করার সুযোগ হয়েছিলো আমার। এমন সৌভাগ্য সত্যিই কজনেরই বা হয়। মেঘলা আকাশ-গানটির বাণীর সঙ্গে সমন্বয় করেই গানটির সুর করার শতভাগ চেষ্টা করেছি। আমি খুউব আশাবাদী গানটি নিয়ে। দূর আকাশে চাচার কাছে এই গানের সুর পৌঁছে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

বাবার গ্রেপ্তার নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন পূজা চেরী

আমার বার্তা বিনোদন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার তার জীবদ্দশায় শেষ যে গানটি রেকর্ড হতে দেখেছেন সেই গানটি হলো তারই নিজের লেখা 'মেঘলা আকাশ' শিরোনামের গানটি। এই গানটির সুর সঙ্গীত করেছেন এই প্রজন্মের শ্রোতাপ্রিয় মেধাবী সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার অপু আমান। দিঠি ও অপু এই গানটি গেয়েছেন। এরইমধ্যে গানটির মিউজিক ভিডিওর কাজও শেষ হয়েছে বলে জানালেন দিঠি। আগামী ঈদের আগেই দিঠির নতুন ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশ পাবে। দিঠি বলেন,' আব্বু তার জীবদ্দশায় এই গানটি রেকর্ড হতে দেখেছেন। যে কারণে এই গানটিকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন। যেহেতু আব্বু অপুকে ভীষণ স্নেহ করতেন এবং তিনি নিজেই অপুকে ডেকে কয়েকটি গান দিয়েছিলেন সুর করার জন্য, তারমধ্যে অন্যতম হলো মেঘলা আকাশ। অপু এতো চমৎকার সুর করেছে যে গানটা শুনলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। আর আব্বুর গানের কথা কেমন তা এই উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতা দর্শকেরা বেশ ভালো করেই জানেন। অপুরও সৌভাগ্য যে এই মেঘলা আকাশ-গানটি গাইতে পারার সুযোগ পেলো। সত্যি বলতে কী এই প্রজন্মে যারা গান গায় তাদের মধ্যে অপু আমার খুউব প্রিয় একজন শিল্পী। তার কম্পোজিশনও এক কথায় অসাধারন। আমি অপুকেই মিউজিক ভিডিও করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে তার প্রোডাকশন হাউজ থেকেই এই গানটির মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছে। আমি খুউব আশাবাদী। তবে এই গানটিকে ঘিরে আব্বার অনেক পরিকল্পনা ছিলো। কারণ আব্বু যে বছর মারা যান সে বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর আব্বু আম্মুর ৫০তম বিবাহ বার্ষিকীতে আব্বু-আম্মুরই গানটি গাওয়ার কথা ছিলো।' অপু আমান বলেন,' আমার সঙ্গীত জীবনে এটাই পরম সৌভাগ্য যে আমি শ্রদ্ধেয় গাজী চাচার লেখা গানের সুর সঙ্গীত করতে পেরেছি। তিনি আমাকে নিজে ডেকে গানের সুর করতে বলেছিলেন। তারই প্রয়াণের দুদিন আগেও তারই সামনে বসে গানের সুর করার সুযোগ হয়েছিলো আমার। এমন সৌভাগ্য সত্যিই কজনেরই বা হয়। মেঘলা আকাশ-গানটির বাণীর সঙ্গে সমন্বয় করেই গানটির সুর করার শতভাগ চেষ্টা করেছি। আমি খুউব আশাবাদী গানটি নিয়ে। দূর আকাশে চাচার কাছে এই গানের সুর পৌঁছে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবারের ঈদে আবুল হায়াতের 'ভালোবেসেছিলাম'

অভি মঈনুদ্দীন

বাংলাদেশের নাটক ও চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী অভিনেতা আবুল হায়াত প্রতি ঈদে চ্যানেল আইয়ে প্রচারের জন্য দুটি নাটক নির্মাণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আগামী কোরবানীর ঈদে প্রচারের জন্য আবুল হায়াত আগামী ১ ও ২ মে নির্মাণ করবেন 'ভালোবেসেছিলাম' শিরোনামের একটি নাটক। নাটকটির গল্প রাবেয়া খাতুনের, নাট্যরূপ করেছেন আবুল হায়াত। নাটকে আবুল হায়াত নিজেও অভিনয় করবেন। আরো অভিনয় করবেন ডলি জহুর, রওনক হাসান ও জাকিয়া বারী মম। দুই ঈদে কেন রাবেয়া খাতুনেরই গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ করেন? এমন প্রশ্নের জবাবে আবুল হায়াত বলেন,' চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর আমাকে অনেক ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। অনেক আগে থেকেই সাগরের চাওয়া যে আমি যেন প্রতি ঈদে অন্ততঃ তার মায়ের গল্প নিয়ে একটি নাটক নির্মাণ করি। এছাড়া এটা শুধু সাগরেরই চাওয়া নয়, চ্যানেল আই থেকেই যেন এখন অনেকটাই নিয়মই হয়েগেছে প্রতি ঈদে রাবেয়া খাতুনের গল্প নিয়ে একটা নাটক নির্মাণের। তাদের এই চাওয়াটা আমার কাছেও ভীষণ ভালোলাগার। যে কারণে আমিও বছরে আর যদিও কখনো নাটক নির্মাণ না করি এই চ্যানেল আইয়ের জন্য দুটো নাটক নির্মাণ করিই। আমার নিজের মনের মতো করেই নির্মাণ করি। যথারীতি এবারের ঈদের জন্যও একটি নাটক নির্মাণ করবো। যাতে ডলি, রওনক ও মম অভিনয় করবে।' এদিকে গতকাল থেকে আবুল হায়াত ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জে ভিকি জাহেদ'র একটি নাটকের কাজ শুরু করেছেন। টানা তিনদিন তিনি এই নাটকের শুটিং-এ ব্যস্ত থাকবেন। এরপর ফিরে এসে আগামী ২৯ এপ্রিল তিনি মীর আরমান হোসেনের 'ভুল নামের ফুল' নাটকের কাজ করবেন। আগামী ৪ ও ৫ মে তিনি সাদেক সাব্বিরের নির্দেশনায় আরো একটি নাটকের কাজ করবেন। সব মিলিয়ে এই সময়ে এসেও আবুল হায়াত শুটিং-এ বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। যদিও তার বড় মেয়ে বিপাশা হায়াত তাকে খুউব বেশি কাজ করতে দিতে চান না এই বয়সে। কম কাজ করে বিশ্রামে, আরাম আয়েশে সময় কাটানোর কথাই বলেন বিপাশা। কিন্তু একজন শিল্পী হিসেবে আবুল হায়াতের মন মানে না। তাই তিনি ভালো গল্প পেলে কষ্ট হলেও কাজ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন।

'দ্য হোয়াইট লোটাস' থেকে হেলেনার বিদায়, নতুন মুখের সন্ধানে এইচবিও

আমার বার্তা বিনোদন

জনপ্রিয় সিরিজ 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর চতুর্থ সিজন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন খ্যাতিমান অভিনেত্রী হেলেনা বোনহাম কার্টার। ভ্যারাইটিসহ একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এইচবিও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শুটিং শুরু হওয়ার পরপরই নির্মাতা মাইক হোয়াইট অনুভব করেন যে বোনহাম কার্টারের জন্য তৈরি করা চরিত্রটি সেটের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিকমতো সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। ফলে চরিত্রটিকে নতুন করে সাজানো এবং চিত্রনাট্য পুনর্লিখন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই ভূমিকার জন্য নতুন একজন শিল্পীকে নির্বাচন করা হবে। এইচবিও কর্তৃপক্ষ এবং মাইক হোয়াইট এই গুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেও ভবিষ্যতে অন্য কোনো প্রজেক্টে তাকে পাওয়ার আশা ব্যক্ত করেছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে এই সিরিজের চতুর্থ কিস্তিতে বোনহাম কার্টারের যুক্ত হওয়ার খবরটি বেশ ঘটা করে প্রচার করা হয়েছিল।

এবারের সিজনটি সাজানো হয়েছে ফ্রান্সের প্রেক্ষাপটে, যার মধ্যে রাজধানী প্যারিস ছাড়াও ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার বিভিন্ন মনোরম লোকেশন রয়েছে। গত সপ্তাহেই ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর শুটিং শুরু হওয়ার খবর জানিয়েছিল এইচবিও। এবারের গল্প আবর্তিত হবে বিশ্বখ্যাত কান চলচ্চিত্র উৎসবের সময় হোয়াইট লোটাস হোটেলের একদল নতুন অতিথি এবং কর্মচারীদের নিয়ে।

এর আগের সিজনগুলোর মতো এবারও চিত্রনাট্য, পরিচালনা এবং নির্বাহী প্রযোজনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সিরিজের স্রষ্টা মাইক হোয়াইট।